কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

মধ্যযুগের শাক্ত পদাবলীর স্রোতধারায় রামপ্রসাদসেনের সাথে আর একজন শাক্ত স্তোত্রকার্তা তথা 'সাধকরঞ্জন' গ্রন্থের রচয়িতা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। বাংলা সাহিত্যের ধারায় তিনি মূলত সাধক কবি। তাঁর সুললিত শাক্ত-পদসংকার, অসাধারন সুর মূর্ছনা সাধারন বাঙালি জীবনকে মাতিয়ে দিয়েছে।

এই শাক্ত কবির জন্মস্থান বর্ধমানজেলার অন্তর্গত অম্বিকা কালনা গ্রাম। কিন্তু জন্ম তারিখ সঠিকভাবে জানা যায়নি। কবি সংস্কৃতের বিদগ্ধ পন্ডিত ছিলেন এবং বর্ধমান রাজা তেজশচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। রামপ্রসাদ সেনের মতো তার গান গুলি শিল্প সমৃদ্ধ না হলেও তাঁর কিছু কিছু পদে কবি ও শিল্পী প্রতিভার পরিচয় মেলে। বর্ধমানের রাজবাড়ি প্রকাশিত কমলাকান্তের পদাবলী সংগ্রহে মোট ২৫৭ টি পদ ছিল। এর মধ্যে 'আগমনি' ও 'বিজয়া' এবং গ্রামবাংলার যে সহজ সরল রূপ ধরা পড়েছে তেমনি ধরা পড়েছে 'ভক্তের আকুতি'।

আমরা জানি আগমনির বিজয়াগানে বাঙালির ঘরোয়ানা ছবি তথা বাঙালি হৃদয়ের মর্মের কথা স্থান পেয়েছে। পদকর্তা এইসব পদরচনায় স্বয়ং দেবী উমাকে কন্যা উমাতে পরিনত করেছে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন —

> "কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের
> তীরে অবস্থিত আমবাগানের সীমানাকে
> ছাড়াইয়া যাইতে পারেনি।"

কমলাকান্তের আগমনি ও বিজয়ার পদগুলিতে নাটকীয়তাও লক্ষ্য করা যায়। কাহিনীতে দেখা যায় মা মেনকা মেয়েকে জামাই এর হাতে সমর্পণ করে একবছর তাকে না দেখে থাকতে পারছেন না। আর এই উৎকণ্ঠায় রাতে ~~অবচেতন~~ অবচেতন মনের মধ্যে মেনকা দেখেছেন —

> "আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে,
> গিরিরাজ অবচেতন কতমে ঘুমাও হে।।"

মাতা মেনকা শুধু স্বপ্ন দেখেই শান্ত হননি। সে তার স্বামী হিমালয়কে কৈলাস যেতে অনুরোধ করে বলেছেন —

Scanned with CamScanner

"বারে বারে বল গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হইয়াছে প্রাণ উমারে দেখিতে।।"

অতঃপর পিতার কাছে মায়ের ব্যাকুলতা শুনে উমা শঙ্করের কাছে প্রার্থনা করে বললেন —

"দয়াবির হে শিব শঙ্কর, কর অনুমতি হর
যাইতে জনক ভবন।"

এর পরে কয়েকটি পদে বর্ণিত হয়েছে মাতার অধীর প্রতীক্ষা ও কন্যা বরণের লৌকিক আয়োজন। পথশ্রমে ক্লান্ত কন্যার আগমন সংবাদে মেনকা অসম্বৃত বেরিয়ে এসেছে। আর —

"আঙিনার বাহিরে হেরিয়া গৌরীরে
দ্রুতকোলে নিল রাণী
অমিয় বরষি উমা মুখশশী চুম্বয়ে যেন চকোরিনী।"

বিজয়া পদেও কমলাকান্ত অসাধারণ। নিয়ম অনুযায়ী আগমনীর পরেই আসে বিজয়া আর এই নবমী নিশি শরৎ হতেই মাতৃহৃদয় কন্যা বিচ্ছেদের বিরহে ব্যথায় পূর্ণ হয়ে যায়। আর তাই রূপধরা পদে যখন মেনকা বলেন —

"ওরে নবমী নিশি না হইও রে অবসান,
শুনেছি দারুণ তুমি না রাখো সতের মান।।"

এমনকি মাতৃহৃদয়ের যন্ত্রণার সুরেলা প্রকাশ কমলাকান্তের পদে গীতিকবিতার রূপ নিয়েছে —

"আপনি হইয়া হত বধিবে পরের প্রাণ"

অবশেষে নবমী নিশি তাঁর কথা রাখেনি। আসলে —

"যেতে নাহি দিব — তবু চলে যেতে হয়।"

তাই অশ্রুসজল চোখে মা মেনকা বলেন —

"ফিরে চাও গো উমা তোমার বিধুমুখ হেরি।
অভাগিনী মায়েরে বধিয়া কোথা যাও গো।।"

শাক্তপদের ভাবগত বিচারে তিনি সাধনার উচ্চস্তরে উপনীত হতে পেরেছিলেন। তাই গেয়ে উঠেছেন —

"সদানন্দ ময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী মোমা।
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ আপনি দাও মা করতালে।।"

তিনি চণ্ডীদাসের মত ধ্যানমগ্ন আত্মহারা কবি ছিলেন আবার গোবিন্দদাসের মতো তার ছিল শৈল্পিক চেতনা। তাই তিনি আত্মহারা হলেও সংযমী শিল্পী ছিলেন। তাই নিজের মধ্যে বিশ্বসাধনার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতেন। বলতেন —

"আপনার মন আপনি দেখ যেওনা মন কারো ঘরে।
যা চাইবে এই খানে পাবে খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।।"

এর ভেতর দিয়েই কবির আত্মবোধি শিল্পবোধের সোনার কাঠির স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। কবির এই বোধ থেকেই গীতিকবিতার সুর ধ্বনিত হয়। মনে পড়ে যায় কোলরীজের বিখ্যাত উক্তি —

"Best words is Best orders"

তিনি একই শ্যামা অঙ্গে নারী ও পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এর ভিতর দিয়েই অখণ্ড তত্ত্বের অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। সাধক কবি কমলাকান্ত চিত্তধাবের পর্যায়ে উন্নীত। চিত্তধাবের সাধকের পূজা - মানসপূজা, দেহই তাঁর মন্দির, অন্তরের নির্জনতাই তার তীর্থ। তাই তার উপদেশ —

"তীর্থগমন দুঃখ ভ্রমন উচাটন হইও নারে।
তুমি আনন্দ ত্রিবেণী স্নানে শীতল হওনা মূলাধারে।।"

হয়তো একারণেই মিল্টন বলেছিলেন —

"The mind is own place and in its self
can make a haven of hell, A hell of haven"

আগমনীর পদে কমলাকান্তের কাব্যপ্রতিভার স্খলন হলেও সার্বিক ভাবে শাক্ত পদাবলীর অন্য পর্যায়ে তিনি যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। তবুও বলতে হয় রামপ্রসাদের পাশাপাশি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য তার কবি প্রজ্ঞার বিকাশ তুলে ধরেছেন। হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের কথায় আলোচনার উক্তি টেনে আমরা বলতে পারি —

Scanned with CamScanner

"শাক্ত পদে যেটুকু অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে সেইটুকু মিলিয়া ভক্ত ও রসিকচিত্তে তাহা যে ভাবের উপযোগী সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে তা যদি বিচার করতে হয় তবে বলিতে হবে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শাক্তপদাবলী সাহিত্যে একটি অবিস্মরণীয় ও উল্লেখনীয় ব্যক্তি।"